চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত

২৬শে মার্চ উদযাপন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর “স্বাধীনতায় পদধ্বনি- ১৬১১” অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেল চারটায় পরিষদের শহীদ আলাউল হলে এর আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরাবতা পালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অর্থ সম্পাদক মিম্মা সুলতানা মিতার সঞ্চালনায় একাত্তরের স্বাধীনতার উপর লিখিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন গুরু কাজল মল্লিক, বনলতা, মো: খালেকুজ্জামান, গোলাম কবীর মুকুল, মো: আনছার আলী, মোছা: মর্জিনা খাতুন, মো: মোজাম্মেল হক, শেখ সেলিম, সুমন মালিক, মো: হুমায়ুন কবীর, মিম্মা সুলতানা মিতা। চিরায়ত সাহিত্য থেকে পাঠ করেন জাকিয়া সুলতানা ঝুমুর ও মরিয়ম সুলতানা ভূবনের লেখা পাঠ করে শোনান ইকবাল আতাহার তাজ।

পঠিত লেখাগুলো নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গার উজ্জ্বল নক্ষত্র ড: মুন্সি আবু সাইফ, স্বাধীনতার উপর বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মো: শাহজাহান আলী, অ্যাডভোকেট বজলুর রহমান, মো: তৌহিদ হোসেন। আসরে আরোও উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী, শেখ পিন্টু, মরিয়ম সুলতানা ভূবন, মিফতাহুল আওয়াল, মো: আব্বাসউদ্দীন, হারুন অর রশিদ, আকিব তৌফিক চৌধুরী।

সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার জেলা পরিষদ ডাক বাংলোর পুরাতন ভবনটি দক্ষিন পশ্চিম রণাঙ্গনের সেক্টর কমান্ডার তৎকালীন মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার হতো। আগামী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে স্মরণীয় করে রাখতে ঐ ভবনটিকে স্বাধীনতা ভবন ঘোষণার দাবি জানিয়ে স্বাধীনতা দিবস পদধ্বনি ১৬১১ পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গাংনীতে ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকের জনসচেতনতামূলক বিশেষ ক্যাম্পেইন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ ক্যাম্পেইন করেছে ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকিং গাংনী উপজেলা শাখা। আজ সকাল ৯ টায় গাংনী উপজেলা ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকিং শাখা কার্যালয় থেকে একটি মোটরসাইকেল র্যালি বের হয়।

র্যালির নেতৃত্বে দেন, এজেন্ট ব্যাংকের আঞ্চলিক ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ তারেক সালাউদ্দীন।

র্যালিটি গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে শতভাগ নিরাপদ ব্যাংকিং বিষয়ে মাইকিং ও শতর্কতামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। কর্মসুচীর উদ্বোধন করেন, ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকের আঞ্চলিক ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ তারেক সালাউদ্দীন।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকার মোট ১৩ টি এজেন্ট শাখায় গিয়ে জনসচেতনতা তৈরী করেন, ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকের এজেন্টগণ। নিরাপদ লেনদেন সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষকে ধারণা দেয়া হয়।

এসময় গাংনী উপজেলার মাস্টার এজেন্ট খোরশেদ আলমসহ বিভিন্ন এজেন্টগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে বিশেষ স্বাস্থ্য ও

পুষ্টি সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন

মুজিবনগরে গুড নেইবারস বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপি’র আয়োজনে, বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বেলা ১০ থেকে সারা দিন এই ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন সিডিপির হেলথ অফিসার, মেডিকেল অফিসার ও এডমিন অফিসার।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের গাইনী ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডা. সুরাইয়া শারমিন পুষ্প এবং মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ও সহকারী অধ্যাপক (ট্রান্সফিউশন মেডিসিন) ডা. এম এম জাহিদুল ইসলাম।

সচেতনতামূলক কার্যক্রম শেষে চিকিৎসক রোগী দেখা শুরু করেন এবং স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। একই সঙ্গে কমিউনিটির মধ্যে স্বল্প মূল্যে নিউট্রিশন প্যাকেজ (আটা ৩ কেজি, ডাল ১ কেজি, চিনি ২ কেজি, বাটার বাইট বিস্কুট ১ প্যাকেট এবং রিন ওয়াশিং পাউডার ২ কেজি) ৪৫০ জন পরিবারের মাঝে বিতরণ করান।

এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় শতাধিক রোগী স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া, ৪৫০ পরিবারের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয়েছে, যা পরিবারগুলোর পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে পুষ্টিহীন শিশু ও পরিবারের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং কমিউনিটিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে।

দর্শনায় বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের স্কুল পরিদর্শন

দর্শনায় বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের স্কুল পরিদর্শন করলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রতিবন্ধী সাহায্য বিষয়ক সেবা সংস্থার কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম। গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার দিকে তিনি দর্শনা বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের স্কুল পরিদর্শন করেন।

এ সময় তাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানায়, বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকা শিরিনা আক্তার, বিদ্যালয়ের সভাপতি আঃ কাদের ও শিক্ষকবৃন্দরা। বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট। সেবা সংস্থার কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম বিদ্যালয়টি ঘুরে ঘুরে দেখেন। এ সময় তিনি বলেন, এ বিদ্যালয়টি চুয়াডাঙ্গা জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আমি বিদ্যালয়টির কাগজপত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছি খুব তাড়াতাড়ি সরকারি তালিকাভুক্ত হবে বলে আশা করছি।

এ স্কুলে প্রায় ২ শতাধিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এ স্কুলের মান অনেক ভালো। তিনি সন্তুষ্ঠ প্রকাশ করে চলে যান।

পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষ অবদানে শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী অফিসার হলেন খায়রুল ইসলাম

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামকে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার (১৪ জুলাই) বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এর আগেও ২০২৫ সালের জুন মাসে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিশেষ ভূমিকার জন্য তাঁকে শ্রেষ্ঠ ইউএনও হিসেবে সম্মাননা দেওয়া হয়েছিল। এবার পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় দ্বিতীয়বারের মতো তিনি এই গৌরব অর্জন করলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। তিনি ইউএনও মো. খায়রুল ইসলামের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. একেএম আবু সাঈদ, জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক রাশেদুল বশির খানসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

মেহেরপুর সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেছেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক সঙ্কট, জনবল সঙ্কট রয়েেছে এবং একই চিত্র সারা বাংলাদেশেরই। বিদ্যমান অবস্থায় সমন্বিত চেষ্টায় যাতে স্থানীয়রা ভালো চিকিৎসসেবা পান এ লক্ষ্যে আমি সকলের সাথে কথা বলেছি। আমি চাই হাসপাতালে পরিবেশটা অন্ততপক্ষে সুন্দর থাক । কারণ হাসপাতালে পরিবেশ সুন্দর না থাকলে একজন রোগীর সাথে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আজ শুক্রবার (৩০ মে) সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

মনির হায়দার বলেন, “সরকারের লক্ষ্য হলো প্রতিটি মানুষ যেন

স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত চিকিৎসাসেবা পায়। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় দিকগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে। এখানে যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদের সাথে কথা বলেছি তাদেরকে হাসপাতালের পরিবেশ টা যেন সুন্দর থাকে এবং সুইপারদেরকে নিয়মিত দিনে একবার যেন আবর্জনা গুলো ফেলে দেয় সেগুলোর ব্যপারে কথা হয়েছে। তাহলে কিছুটা পরিবেশ সুন্দর হবে। এটি পৌরসভার কাজ এই হাসপাতালে মাত্র দুইজন সুইপার নিয়োজিত। এই দুইজনের পক্ষে এত বড় একটি হাসপাতাল পরিষ্কার করা সম্ভব না । আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে এই সংকট দূর করা যায়। আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছি এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কিভাবে তারা সমন্বিত প্রচেষ্টায় পরিবেশ সুন্দর রাখার কাজটি চালিয়ে যেতে পারে সেটা যেন করে।

খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ আহমেদ, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম, সিভিল সার্জন এ.কে.এম. আবু সাঈদ এবং হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শাহরিয়া শায়লা জাহান পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন।
তিনি হাসপাতালের বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, ওয়ার্ডসমূহ, ওষুধ বিতরণ কেন্দ্র এবং রোগীদের অবস্থা ঘুরে দেখেন। রোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সেবার অভিজ্ঞতা জানেন এবং চিকিৎসকদের কাছ থেকে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা নেন।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ অভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ অভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মেহেরপুর জেলার সদর থানা কর্তৃক পরিচালিত এ অভিযানের অংশ হিসাবে গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ০৬ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতাকৃত হলেন, বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালত, মেহেরপুর, সিআর নং-২৮৩/২৫(গাংনী), তারিখ- ২৪ মে, ২০২৫;

(মেহেরপুর, গাংনি) ঘটনার সময়- ধারা- ৩ যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ মশিউর রহমান, মোঃ আসাদ আলী, স্থায়ী: গ্রাম- পাটকেলপোতা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ, সিআর নং- ১১৪/২৫, তারিখ- ০৪ মে, ২০২৫; (ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ সদর) মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ ফিরোজ (৫০), পিতা-মৃত রমজান আলী, স্থায়ী: গ্রাম- খোকসা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা-মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৩৯, তারিখ- ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩; জি আর নং-৫১৯, তারিখ- ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩; সময়-১৮.৪৫ ঘটিকা ধারা- ৩৬(১) সারণির ৮(খ)/৩৬(১) সারণির ৮(গ)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ তাইজুল ইসলাম (৫১), মৃত ইছার উদ্দিন শেখ, গ্রাম-পুরাতন বাসস্ট্যান্ডপাড়া, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা - মেহেরপুর।

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ, সিআর নং- ১১৪/২৫, তারিখ- ০৪ মে, ২০২৫; (ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ সদর) মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ সাবিরুল ইসলাম, পিতা-মোঃ নাসির উদ্দিন, স্থায়ী: গ্রাম- কাঁঠালপোতা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা -মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৯, তারিখ- ০৫ ডিসেম্বর, ২০২২; জি আর নং-৪৫২, তারিখ- ০৫ ডিসেম্বর, ২০২২; সময়-১৯.৩০ ঘটিকা ধারা- ৩৬ (১) সারণির ৮(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মো: শরিফুল ইসলাম (২৫), মো: লিয়াকত আলী, স্থায়ী: গ্রাম- গোভীপুর (গোরস্থানপাড়া), উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৭/৬০, তারিখ- ১০ মার্চ, ২০২১; সময়- ১৮.৪৫ ঘটিকা ধারা- ৩৬ (১) সারণির ৮(ক)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ শওকত ওসমান (৩০), মোঃ ফিরোজ ফকির, সাং-পৌর কলেজপাড়া মাঠপাড়া ৪ নং ওয়ার্ড মেহেরপুর পৌরসভা উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

গ্রেফতাকৃতদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান আছে।

স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতিতে রয়েছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও সাংবাদিক মনির হায়দার বলেছেন, “স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতির পেছনে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে, যার ফলে এ দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।”
তিনি বলেন, “দেশে দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্র না থাকায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে দুর্নীতি বেড়েছে।”

আজ শুক্রবার (১৮ এপ্রিল) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, “খুব বেশি দুর্নীতি ও অনিয়ম রয়েছে এমন কয়েকটি খাতের মধ্যে স্বাস্থ্যখাত অন্যতম। শুধু স্বাস্থ্যখাতের ব্যবস্থাপনার দোষ নয়, বরং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই বিষয়টি অনেক দূর গড়িয়েছে।”

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “আপনারা সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করছেন যাকে বলে পাবলিক অফিস। এই পাবলিক অফিসে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।”

তিনি আরও বলেন, “দীর্ঘদিন দেশে গণতন্ত্র ছিল না। গণতন্ত্র না থাকার ফলে সমাজে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি দেখা দিয়েছে দুটি জিনিসে, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা। এটা হয়তো রাজনৈতিক বক্তব্য মনে হতে পারে, কিন্তু এটি আসলে রাজনৈতিক নয়।”

“আমরা গণতন্ত্র বলতে বুঝি কেবল একটি নির্বাচন, কিন্তু সভ্য সমাজে

গণতন্ত্র মানে শুধু নির্বাচন নয়। নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রে প্রবেশের দরজা। প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। এই দুটি ছাড়া কোনো আধুনিক সমাজ টিকে থাকতে পারে না,” যোগ করেন মনির হায়দার।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. সাহারিয়া শায়লা জাহান।
এতে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

“নিরবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ কর্মস্থল তৈরিতে করণীয়” বিষয়ক এই মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ১ দিনের সরকারি সফরে সড়ক পথে আজ সকালে তিনি নিজ জেলা মেহেরপুরে আসেন।

মাদকবিরোধী বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন অরূপরতন চৌধুরী

মাদক বিরোধী আন্দোলনে অসামান্য অবদানের জন্য Athena লিমিটেড কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৪ উপলক্ষে ১০ জুলাই, বুধবার সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মাদকবিরোধী একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, এমপি এর হাত থেকে উক্ত সম্মাননা গ্রহণ করেন অরূপরতন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য জারা জাবিন মাহাবুব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খোন্দকার

মোস্তাফিজুর রহমান, এনডিসি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আজিজুল ইসলাম।

উল্লেখ, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী প্রায় ৪০ বছর যাবৎ বাংলাদেশে মাদক ও তামাক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। মাদক বিরোধী বিভিন্ন গ্রন্থ লেখাসহ, পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে নিয়মিত লেখেন। বাংলাদেশে টেলিভিশনে ‘মাদক কে না বলুন’ শিরোনামে মাদক বিরোধী সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন শর্টফিল্ম তৈরি করেছেন এবং দেশে প্রথম মাদকবিরোধী পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা সিনেমা ‘স্বর্গ থেকে নরক’ পরিচালনা করেছেন। মাদকের আগ্রাসন থেকে তরুণদের সুরক্ষায় ১৯৮৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস)।’ সামাজিক কর্মকান্ডে অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ২০২৫ সালে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরুস্কার ‘একুশে পদক’ লাভ করেন তিনি। এছাড়া বিশ^ স্বাস্থ্য সংস্থার ‘টোব্যাকো অর হেলথ মেডেল’সহ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য স্বীকৃতি লাভ করেছেন ড. অরূপরতন চৌধুরী।

হযরত ইব্রাহীম (আ:) , পর্ব-১

আবুল আম্বিয়া নবীদের পিতা খালিলুল্লাহ আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইতিহাসের এমন এক ব্যক্তি যিনি ইসলাম, খ্রীষ্ট, ইহুদি তিনটি ধর্মেই সম্মানিত। যে ব্যক্তি মুসলিম জাতির পিতা যার বংশধরদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছেন বহু নবী-রাসূল এবং যার বংশধরদের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে ব্যক্তির নাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। প্রত্যেকের জীবনেই আমরা নানা ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হই, পরীক্ষার মুখোমুখি হই। অনেক পরীক্ষায় আমরা সফল হই। আবার অনেক পরীক্ষায় ব্যর্থ হই এবং সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করি। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যার সামনে আল্লাহ একের পর এক কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা রেখেছেন এবং প্রতিটি

পরীক্ষাতেই তিনি পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছেন।

আমাদের জীবনে যদি কোনো দুশ্চিন্তা থেকে থাকে, দুঃখ কষ্ট থেকে থাকে, আমরা যদি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জীবনের দিকে তাকাই আমরা দেখব তিনি যেভাবে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। তার তুলনায় আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করছি এবং তার জীবন থেকে আমরা এটাও বুঝবো যে কারো জীবনে বেশি বেশি বাধা- বিপত্তি আসা মানে এই নয় যে আল্লাহ তার ওপর রেগে আছেন। বরং এমনও হতে পারে যে আল্লাহ তাকে এত বেশি ভালোবাসেন তার ঈমানের প্রতি আল্লাহর এতটা আস্থা রয়েছে যে আল্লাহ তার সামনে বিভিন্ন পরীক্ষা রেখেছেন। যেন সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সে আল্লাহর আরো কাছে চলে আসে। ঠিক যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার দৃঢ় ঈমানের পরিচয় দিয়ে খলিল্লুাহ বা আল্লাহর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবার মর্যাদা পেয়েছিলেন। যে ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে এক আল্লাহর এবাদত করার দিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার সন্তানেরা সেই বাণী প্রচার করে গেছেন হাজার হাজার বছর ধরে। এ এক আশ্চর্য বিষয় যে সে ব্যক্তিটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক সমাজে যাকে বলা যেতে পারে শিরকের এক আখড়া। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

তবে অনেক স্কলারদের মতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলন বা ব্যাবিলন শহরের তুড় পাহাড়ের অঞ্চলে। যা বর্তমান সময়ের ইরাকের ইল্লাহ শহরে অবস্থিত। আল হাকিমের হাসিদে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল সাঃ কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল নূহ (আ) ইব্রাহিম (আ:) এর মধ্যে গত বছরের ব্যবধান ছিল তিনি বলেছিলেন ১০ প্রজন্ম। যা অনেকে অনুমান করেন প্রায় ২ হাজার বছরের সমান। অন্যদিকে আততাইর বর্ণনা অনুযায়ী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর ইছা (আ:) এর মধ্যে আনুমানিক ২ হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে। সেটা যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে রয়েছে। তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রায় চার হাজার বছর আগে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া বাবিল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে কাছির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন যুবহুর ওলামাদের মতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পিতার নাম ছিল আহলে এবং আহলে কিতাবরা উচ্চারণ করাত তালেহক। তার আরও একটি প্রচলিত নাম আছে যা হলো আযাহার এবং এই নামটি পবিত্র কুরআনে এসেছে।

কোন কোন স্কলারদের মতে তালেহ ছিল মেসোপটায়িম রাজ্যের প্রখ্যাত পুরোহিত এবং সে মূর্তি নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। এর মধ্যে একটি দেবতা ছিল যার নাম দেয়া হয়েছিল আযাহার এবং তালেহ সেই দেবতার

প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিল বিধায় তালেহ মানুষ আযাহার ডাকত। প্রাচীন সেই বাবলিন শহরে ততদিনে শিরহক ছড়িয়ে পড়েছিল পুরোদমে। এরকম এর শিরহকের প্রাণকেন্দ্রে শহরের সবচেয়ে সুপরিচিত ভাস্করের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এক ফুটফুটে শিশু। শৈশব থেকেই তার কৌতূহলের কোন অভাব ছিল না। চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা নিয়ে চুপচাপ বসে ভেবে দেখার অভ্যাস ছিল। সে যত বড় হতে লাগল তত ভাবতে লাগল এইযে, আমার বাবা নিজ হাতে পাথর জোগাড় করে এনে ভাস্কর্য তৈরি করেন। সেই ভাস্কর্য আবার দেবতা হয় কি করে। আমার বাবা যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলো সে আবার আমার বাবাকে সৃষ্টি করলো কি করে। এই প্রশ্নগুলোর জবাব কখনোই তার কাছে মেলেনি। তাকে শুধু বলা হতো এটাই আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এভাবে ইবাদত করতেন। তাই আমরাও এভাবেই এবাদত করি। সামাজিকভাবে আযাহারের সন্তান সম্মানিত অবস্থানে পৌঁছানো খুব সহজ ছিলো। সে বিখ্যাত পুরোহিত আযাহারের সন্তান।

এই পরিচয়েই আরাম-আয়েশে তার জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে সেই পথ বেছে নেয়নি বরং জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে লাগল এবং সামাজিক প্রথা গুলো নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। এবং এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে নির্জনে ধ্যানে মগ্ন থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি নাযিল হয়। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেন। নবুয়ত লাভ করার পর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার সমাজের মানুষদের কাছে যৌক্তিকভাবে এক আল্লাহর এবাদত করার আহ্বান জানাতে লাগলেন। এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম বিশেষভাবে তার পিতা আযাহারকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। আমরা দেখি যে ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে, শ্রদ্ধার সাথে ইসলামের পথে আহবান করে গেছেন। এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে, তিনি ছিলেন তবুও তিনি সঠিক ছিলেন। তার বাবাই ভুল পথে ছিল। তবুও তিনি রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি বরং ধৈর্য্যরে সাথে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ছেলের এমন আন্তরিক আবেদন আযাহারের হৃদয় হৃদয় ¯পর্শ করল না। হতে পারে সে সময়কার সবচেয়ে প্রখ্যাত পুরোহিত এবং মূর্তি নির্মাণকারী হিসেবে তার কাছে সামাজিক স্ট্যাটাস বড় ছিল। তার ছেলের আবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে আযাহার বলল: ইব্রাহিম তুমি কি আমার দেবতাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? তুমি যদি এসব কর্মকান্ড বন্ধ না করো তোমাকে আমি পাথর মেরে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেবো। আমার সামনে থেকে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও। আমরা গল্প শোনার সময় এটা সচরাচর চিন্তা করিনা গল্পের মানুষদের সাথে যা ঘটছে তা আমার সাথে করলে কেমন হতো।

একবার চিন্তা করে দেখুন, আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে কোরআনের একটি আয়াত শেয়ার করলেন আর সেখানে হাজারো এংরি রিয়াক্ট। শত শত আক্রমনান্তক মন্তব্য আপনার পাশে দাঁড়ানোর মত একটা মানুষ নেই। এমন অবস্থায় যেই না আপনি ভাবছেন অন্তত আপনার পরিবারের মানুষ আপনার নিজের বাবা-মা আপনাকে বুঝবে। আপনি যে পথে আছেন সেটাকে সাপোর্ট করবেন। অমনি যদি তারাও আপনাকে গালমন্দ করে আর বলে পাথর মেরে আপনার মাথাটা ফাটিয়ে দেবে এবং আপনাকে বলে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যেতে। আপনার তখন কেমন লাগতো, কতটা ক্ষোভ, কতটা হতাশা, কতটা অভিমান জমা হতো আপনার মনে। অথচ এরকমই এক অবস্থায় ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে বললেন: একদিন বড় এক উৎসব পালন করা হবে, সেখানে হাজির হবে শহরের সব মানুষ। আযাহারও সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু উৎসবের ঠিক আগে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তাকে জানালেন তার অসুখ। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে পারবেন না। বাস্তবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটি বিশেষ পরিকল্পনা ছিল। শিক্ষকতার একটি নীতি হলো কোনো মুখে বোঝালে শিক্ষার্থীর না বুঝে তাহলে তাকে এক্সপেরিমেন্ট বা প্রাক্টিক্যাল দেমনস্ট্রেশন এর মাধ্যমে বোঝানো উচিত। (চলবে..)

সংকলনে: প্রকাশক, মেহেরপুর প্রতিদিন